শিল্পে নতুন মাধ্যম বা নতুন মাধ্যমের দ্বারা শিল্প ,কথাটা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে পরিচিত হয়েছে বিগত কুড়ি বছর হবে। নিঃসন্দেহে এই শব্দের জন্ম আর ও বহু বছর আগে। কথাটা পশ্চিম থেকে আসা, তবে নতুন মাধ্যম শিল্পে সবসময়ই ব্যবহার হয়েছে, বহু যুগ ধরে, এ ব্যাপারে কোন সন্ধেহ নেই। কম্প্যুটার এর জগৎ এ সফটওয়্যারের ভুমিকা পৃথিবীর সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে এক নতুন দরজা খুলে দিয়েছে। সহজ ব্যবহারিক দিক থাকাতে সমস্ত রকমের শিল্প ও শিল্পীর কাছে এক নতুন বিস্ময় রুপে উপস্থিত হয়। এই প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে কারিগরি জগৎ এ বিভিন্ন যন্ত্রপাতির গতিবিধি নিয়ন্ত্রনের মূল জায়গাতে তার রসদের মূল তত্বের এক ব্যাপক পরিবর্তন হয়।

প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন জিনিষের আভ্যন্তরীণ কলা কৌশলের কৌতূহলকেও খানিকটা স্তিমিত করে এই কম্প্যুটার জগৎ। বিশেষ করে সিনেমা, দৃশ্যকলা ও আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে।শিল্পভাবনাতে অসংখ্য নতুন আবেদনের দরজা খুলে যায়। শিল্পে এই নতুন মাধ্যমের সংযোজন পশ্চিমের জগৎ এ ও ভারত এ এক নতুন আলোড়ন এনেছে।মানুষের মননের এক নতুন স্তরের উন্মোচন হয়েছে বলা যায়। প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ মানুষের কাছে ভাল খারাপ দুই ভাবেই এসেছে।

ব্যক্তিগত ভাবে ভারতীয় শিল্পের প্রেক্ষাপটে যদি এই নতুন মাধ্যমকে চিন্তা করি তাহলে একে আর একটা নতুন মাধ্যম হিসেবেই দেখব।যেরকম জল রং বা তেল রং এর ব্যবহার, কারণ পূর্ব্বেও বহু মাধ্যমের সাহায্যে ছবি আঁকা হয়েছে ,সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তা ছিল। নতুন মাধ্যম শিল্পে কথার ওপর জোর না দিয়ে ভাবতে হবে শিল্পের ভাব যা শিল্পকে চিরন্তন করে। চটজলদি বা সহজলভ্য একটা আবেদন এই প্রযুক্তির রয়েছে, সে ক্ষেত্রে ভাবা উচিত সত্যি শিল্পের গভীর অর্থের সঙ্গে তার আত্মিক যোগাযোগ কতটা,কারণ আত্মিক যোগাযোগ ছাড়া হয়ত প্রকৃত শিল্পের ভাষা প্রকাশ পায় না। কারণ প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্ময়ের শেষ নেই । কিন্তু এই বিস্ময়কে ব্যক্তিগত পর্য্যায় থেকে কতটা সর্ব্বজনবিদিত করতে

পারি সেটা বোধহয় একটু খতিয়ে দেখার দরকার আছে।সেখানে শিল্প বিস্ময় সমৃদ্ধ না ভাব সমৃদ্ধ সেটাও দেখার দরকার আছে।
এখানে প্রথম উদাহরন হিসেবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের ওয়াশ পদ্ধতির ছবি কে ভাবি তাহলে এটা পরিস্কার হয় যে ছবিটা কোন পদ্ধতিতে আঁকা সেটা মূখ্য না হয়ে ছবির আসল তত্ব ও মূল কথাতেই আমাদের মন টানে। দ্বিতীয় উদাহরন হিসেবে দেখব ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র 'মেঘে ঢাকা তারা' বিশেষ করে তার সিনেমাটোগ্রাফির ব্যবহার ,প্রতিকৃতির ভাষা কে কি ভাবে সিনেমার পর্দায় দেখান হয়েছে। সেখানে উপকরন বা মাধ্যম বড়ো নয়, ভাবই প্রধান । নায়ক নায়িকার চোখের ভাষার মধ্যেই মন কে নিয়ে যায় বলে মনে হয় ।
তৃতীয় উদাহরন হিসেবে বেছে নেব একটি আর্জেন্তিনার ছোটো চলচ্চিত্র যা একবিংশ শতাব্দীতে তৈরি ।[শিল্পী-মিগুয়েল আঞ্জেল লিওস]{Miguel angel lios} যার মূল কথা যুদ্ধের মাঠে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার লড়াই। এই উদাহরনের উপমা হিসেবে শিল্পী বেছে নিয়েছিলেন পর্দায় অনেক ঘূর্নীয়মান লাট্টুর উপস্তিতি ।এই ঘূর্ণীয়মান অবস্থা এক সময় স্তিমিত হয়ে আসে কিন্তু দুটি লাট্টু চালিয়ে যায় তাদের শেষ লড়াই। সঙ্গে শব্দের ব্যবহার ও রয়েছে। একবার ও ভাবায় না কোন সফটওয়্যারে করা বা কোন ক্যামেরাতে তোলা ছবি । শুধু মানুষের অস্তিত্বের লড়াইয়ের কঠিনতম দিক কে জানান দেয়। তিনটে উদাহরনই বিভিন্ন সময়ের কাজ , ভিন্ন মানুষের কাজ , কিন্তু মুখ্য জায়গা সব সময়ই শিল্পের গভীর আবেদন , প্রযুক্তি নয় । তাই প্রযুক্তি কে একটা উপকরন হিসেবে ব্যবহার করাই ভাল । প্রযুক্তির বিস্ময় যেন শিল্প রুপে না আসে তা হলে হয়ত সেই শিল্পের স্থায়িত্ব বেশি দিন হবে না বলেই মনে হয় ।কারণ প্রযুক্তি বিদ্যার বিকাশের শেষ নেই । আর এই বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ের ভাষা ও পালটাতে থাকবে । কিন্তু শিল্পীর মন যদি তার সঙ্গে না এগোয় তবে হয়ত চিরন্তন শিল্পের জন্ম হবে না ।বিশেষ করে ভারতের মত দেশে যেখানে গবেষণাকৃত প্রযুক্তি ছাড়াও বহু স্থানীয় পদ্ধতি রয়েছে যার

বিস্ময়কর আবেদন কম কিছু নয়। বিশেষ করে রাস্তার ফেরিওয়ালার দোকানের পশরার মেলা এক অসাধারণ আবেদন বলেই মনে করা যেতে পারে। স্থানীয় কারিগরী কুশলতাও এক অন্য মাত্রা যোগ করে শিল্পের নতুন মাধ্যম হিসেবে।
প্রযুক্তি বিদ্যা মানুষের কাছে অনেক নতুন দিক খুলে দিয়েছে, নানা অজানা কথা বলে দিতে সাহায্য করেছে কিন্তু আমাদেরকেও বুঝতে হবে আমাদের প্রয়োজনের সীমা ও মনসংযোগের গভীরতার মাপ। কারণ শিল্পের ভাষার সঙ্গে এর যোগাযোগ গভীর। প্রযুক্তি তার আস্তরন হতে পারে কিন্তু মৌলিক তত্ত্ব নয় বলেই মনে হয়। কারণ একবিংশ শতাব্দীতেই শুধু নতুন মাধ্যমের প্রভাব তৈরি হয় নি; প্রত্যেক যুগেই নতুন প্রযুক্তির সাথে শিল্পের ও নতুন দিক খুলে গিয়েছিল।

শমিত দাশ
নতুন দিল্লী
১৬/১/২০১১